জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – জানুয়ারি ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ২০০৮ সালে জাতিসংঘের চ্যালেঞ্জিং এজেন্ডার কথা জানালেন মহাসচিব
* শ্রীলংকায় শান্তি প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ায় রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানালেন মহাসচিব
* জাতিসংঘ অবশেষে ১৯৪৫ সালের সনদের সত্যায়িত কপি পেল
* আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে ইউনিসেফ

২০০৮ সালে জাতিসংঘের চ্যালেঞ্জিং এজেন্ডার কথা জানালেন মহাসচিব

৪ জানুয়ারি– মহাসচিব বান কি-মুন আজ বলেছেন, ২০০৮ সালে জাতিসংঘের আলোচ্যসুচির (এজেন্ডা) প্রথমদিকে থাকবে শান্তি রক্ষা, অগ্রগামী কূটনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দরিদ্র দেশের ভাগ্যোন্নয়ন। পাশাপাশি সংস্থার অভ্যন্তরীণ সংস্কারও গুরুত্ব পাবে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত জাতিসংঘ কর্মীরা ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে এ বৈঠকে যোগ দেন।

মহাসচিব কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'চ্যালেঞ্জগুলো যদি ভয়ংকরভাবে আবির্ভূত হয় তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের ওপর প্রত্যাশা অনেক বেশি।'

'জাতিসংঘের অপরিহার্য প্রকৃতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আমাদেরকে মন থেকে এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, বহুপাক্ষিকতাবাদ এখনও বেঁচে আছে, ভালোভাবেই আছে এবং অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এর চাহিদা অনেক বেশি। বিশ্বের সমস্যা সমাধানে লোকজন এখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৬০ বছর পুর্তিতে ২০০৮ সালকে একটি পথপ্রদর্শক বছর উলে-খ করে বান কি-মুন বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়কে (ওএইচসিএইচআর) আরও জোরদার করা হবে যাতে 'আমরা এক্ষেত্রে আরও বেশি কাজ করতে পারি।' বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে তিনি একটি টাস্কফোর্স গঠন করবেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তিনি 'দারফুরে জাতিসংঘ-আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন' গঠনের কথা উলে-খ করেন। এটি হবে জাতিসংঘের বৃহত্তম শান্তিরক্ষা মিশন। যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম সুদানের ওই অঞ্চলে এ মিশনের অধীনে ২৬ হাজার সেনা ও পুলিশ শান্তি রক্ষায় কাজ করবে।

মহাসচিব বলেন, এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নিবৃত্তিমুলক কূটনীতির জন্য আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সহিংসতা মোকাবিলা ও টেকসই শান্তি প্রক্রিয়ার সহায়তায় জাতিসংঘের আরও সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।' বিভিন্ন দেশের সহিংসতা রোধে, হানাহানি বন্ধে রাজনীতি বিষয়ক দপ্তর সংস্কার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা উলে-খ করে তিনি এসব কথা বলেন।

বান কি-মুন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে পদক্ষেপ দ্বিগুণ করার আহ্বান জানান। ২০১৫ সালের মধ্যে চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র, শিশু ও মায়ের মৃত্যু এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাবের মতো সামাজিক সমস্যা দুর করতে এ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি আফ্রিকাকে

প্রাধান্য দেওয়ার কথা তুলে ধরেন। কেননা সেখানকার অনেক দেশ এসব সমস্যায় বিপদের মুখে রয়েছে। তিনি বলেন, এসব দেশের মধ্যে দরিদ্রতম দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত।

গত মাসে বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পরবতী বছরের শেষ নাগাদ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে একটি চুক্তি সম্পাদনের কথা উলে-খ করে বান কি-মুন বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা ও উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি থাকবে সবার ওপরে, কারণ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এবং আলোচনার সময়ও অত্যন্ত কম।

মি. বান বলেন, এসব চাহিদা পুরণে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি ঢেলে সাজানো দরকার। এক্ষেত্রে তিনি সংস্থার চুক্তি ব্যবস্থা এবং সুশাসন, নৈপুণ্য, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গত মাসে আলজিয়ার্সে জাতিসংঘ কার্যালয়ে বোমা হামলার পর প্রথমে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা উলে-খ করে তিনি ঘোষণা করেন: 'আলজিয়ার্সের ঘটনা জাতিসংঘের ভুমিকা জনগণের কাছে আরো স্পষ্টভাবে এবং সামঞ্জস্যপুর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে আমাদের সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করে এবং একই সঙ্গে আমরা জনগণকে জাতিসংঘে আমরা কেন সেখানে আছি, আমরা কি করছি, আমরা কিসের পক্ষে এবং কিসের না তা তুলে ধরে।'

'আমাদের এটি পরিস্কার করে বলা দরকার যে আমরা সেখানে অন্য কোনো দেশের পক্ষ হয়ে কাজ করছি না। আমরা সেখানে আছি ভুমি মাইন অপসারণ, স্কুল তৈরি, ক্লিনিক পরিচালনা, আইনের শাসন ত্বরান্বিত করা, জরুরি ত্রাণ সহায়তা, পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করা, মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিতর্কিত স্থানে শান্তি রক্ষা করতে। সংক্ষেপে নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য উন্নত বাসস্থান গড়ার জন্য আমরা সেখানে আছি।'

শ্রীলংকায় শান্তি প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ায় রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানালেন মহাসচিব

৩ জানুয়ারি– শ্রীলংকার সরকার ২০০২ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মহাসচিব দেশটির সহিংসতা বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ওই চুক্তির ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) সঙ্গে সেনাবাহিনীর দশকব্যাপী সহিংসতা বন্ধ হয়েছিল।

মহাসচিবের মুখপাত্র আজ এক বিবৃতিতে বলেন, 'মি. বান গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে, ওই চুক্তি বাতিল করা হল এমন এক সময়ে যখন রাজধানী কলম্বো ও উত্তরাঞ্চলসহ দেশজুড়ে সহিংসতা বেড়ে গেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'মহাসচিব সংশি-ষ্ট সবাইকে বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানবিক সাহায্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।'

গত সপ্তাহে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বান কি-মুন তামিল টাইগার বিদ্রোহী ও তামিল মাক্কাল বিদুথালি পুলিকাল (টিএমভিপি)/করুনা গ্রুপের অংশে শিশুদের যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ অব্যাহত থাকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। করুনার গ্রুপটি তামিল টাইগারস থেকে আলাদা হয়ে বর্তমানে সরকারি সৈন্যদের সহায়তা করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়– উভয় পক্ষই অপহরণ, শিশুদের নিয়োগ ও ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়াও এলটিটিই ও টিএমভিপি/করুনা গ্রুপ তাদের বাহিনী থেকে শিশুযোদ্ধাদের অব্যাহতি দিতে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ টাস্কফোর্সের পর্যবেক্ষণ ও গেরিলা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় চলাচলের সুযোগ দান সম্পর্কিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

জাতিসংঘ অবশেষে ১৯৪৫ সালের সনদের সত্যায়িত কপি পেল

জানুয়ারি ৩– জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম সংস্থাটি এর সনদের একটি সত্যায়িত কপি নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আর্কাইভের প্রধান মহাসচিব বান কি-মুনের কাছে এটি উপস্থাপনের পর এটি করা হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন প্রথম ৫১ সদস্য ওই সনদে সাক্ষর করেছিল।

অ্যালান উইনস্টেইন গতকাল নিউইয়র্কে গিয়ে মি. বানের কাছে প্রকৃত সনদের সত্যায়িত কপিটি তুলে দেন।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস সাংবাদিকদের বলেন, মহাসচিব গত অক্টোবরে সরকারি সফরে ওয়াশিংটনে জাতীয় আর্কাইভে প্রকৃত সনদ দেখতে পেয়ে ড. উইনস্টেইনকে এর সত্যায়িত কপি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, '৫১ সদস্যের প্রত্যেকের কাছে একটি সত্যায়িত কপি আছে। এখন সংস্থার কাছেও একটি থাকলো।'

আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে ইউনিসেফ

২ জানুয়ারি– জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বছর ২০০৮ সালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এটি বিশ্বের ৪০ শতাংশ লোক যে যথাযথ স্যানিটেশনের অভাবে রয়েছে সে বিষয়টিকেই তুলে ধরে।

সংস্থার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডায়রিয়ার মতো প্রতিরোধ করা সম্ভব এমন রোগে প্রতিদিন হাজার হাজার নারী ও শিশু মারা যাচ্ছে। পাঁচ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ এই ডায়রিয়া। যথাযথ স্যানিটেশনের অভাব এর অন্যতম কারণ।

ইউনিসেফ বলছে, ৯৮০ মিলিয়ন শিশুসহ আনুমানিক ২.৬ বিলিয়ন লোকের জন্য অন্যতম একক বৃহত্তম উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্যানিটেশনের মান উন্নত করা। নিউইয়র্কে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই বছরের ঘোষণা অনুষ্ঠানে মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, স্যানিটেশনের সুযোগ থাকার বিষয়টি প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং মানুষের চাহিদা ক্ষেত্রে এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আন্তর্জাতিক ওই বছর গতকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৭ নম্বর বিষয় হিসেবে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করতে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ অধিবেশনে এটি ঠিক করা হয়। এতে নিরাপদ খাবার পানি ও মৌলিক স্যানিটেশনের অভাবে থাকা মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ পায়খানা তৈরি, বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্যানিটেশনের মান উন্নত করতে হবে। এসব পদক্ষেপ মানুষের মলমূত্র থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধ করে। এই ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে করা না হলে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। এতে শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হয়।

স্যানিটেশনের মান খারাপ হলে তা শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অসুস্থ থাকার কারণে শিশু ক্লাসে ভালোভাবে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে না, উত্তীর্ণ হওয়ার হার কমে যায় এবং আগেভাগেই ঝরে পরে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার সময়ই তাদের অভিভাবকরা তাদেরকে বিদ্যালয়ে আসতে দেন না।।

আন্তর্জাতিক বছর চলাকালে স্যানিটেশন নিয়ে বড় ধরনের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অগ্রগতি জোরদার করার পাশাপাশি এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহিত করতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

১৫-২১ মার্চ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ এবং ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদ্‌যাপনে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

** ** **